

স্বাধীনতার ৩৩ বছর; কিছু ভাবনা

শাহাদাত

দুবাই

ত্রিশ লক্ষ বাঙালি বীরেদের তাজা শোণিতের ধারায়
বাংলার পলিমাটিকে সিক্ত হয়ে উর্বর হতে হয়েছিল
স্বাধীন বাংলাদেশ নামক মহিরুহটির ফলন ঘটাতে।
উত্তর পুরুষদের রক্ত ঝরার অবসান ঘটাতে তাঁরা
নীলকণ্ঠের মতো পান করেছিল সমাজের সব বিষধারা -
যা ধর্ম, সামপ্রদায়িকতা, বুটের খস খস শব্দ, চান তাঁরা
আর লুণ্ঠের তিক্ত মিশ্রনে তৈরি। তাঁরা আশা
করেছিল এই বাঙলার আর কাউকে বমি-
জাগানো এসব উপাদান গলধঃকরণ করতে হবে না।
কেটে গেছে স্বাধীনতার তিন দশকেরও অধিক কাল;
কি আধার-আধেয়গত পরিবর্তন ঘটেছে এই বাঙলায়?

কিছু জিজ্ঞাসাঃ

আমাদের একমাত্র বীরেরা তোমরা কি কেবল
চেয়েছিলে : চাঁন তারার বদলে সবুজের-ভেতর -লাল
পতাকা, উর্দুর স্থলাভিষিক্ত করতে আরবি-ফার্সি মিশ্রিত
বাংলা, পাঞ্জাবী শকুনদের স্থান দখল করুক **দেশীয়**
শুগালপাল পাকিস্তানের প্রেতাত্মাদের সম্মিলনে?
সর্পিণ্ড সেই বিষধারা যা তোমরা ধুয়ে মুছে ফেলতে
চেয়েছিলে তোমাদের বুকের শোনীত ধারায় তা আজো
ভংকর রূপেই প্রতিষ্ঠিত; তোমাদের রক্তের ঋণ এখনো

অপরেশোধীত। তোমরা জয়ী হয়েও হাহাকার জাগানো
রূপে পরাভূত। আজ তোমাদের রক্তসিক্ত বাঙলার
বক্ষের ওপর দিয়ে পতাকাখচিত পাজেরো হাকিয়ে
বিকৃত উল্লাশে সাঁ সাঁ শব্দে যখন চলে যায় খুনীরা; তখন
কি তোমাদের মনে হয়না যেনো তারা তোমাদের
রক্তখচিত কলিজা (পতাকা) পাজেরোর দন্ডের ওপর
বিন্দু ক'রে বক্ষপিঞ্জর দুমড়িয়ে মুচরিয়ে তোমাদেরকে
মুখ ভেংচিয়ে চলে গেলো? হে বীর যোদ্ধারা, আমরা
সবাই তোমাদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাই, তোমাদের
গচ্ছিত ধন অক্ষত রাখতে পাড়িনি বলে; তোমাদের
চেতনার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারিনি বলে; তোমাদের
প্রতি প্রহসনের আর পীড়নের প্রতিশোধ নিতে
পারছিনে বলে। হে ত্রিশ লক্ষ ত্যাগভোম মহত্তোম
বীরেরা, তোমাদের অসংখ্য সহযোদ্ধা যারা গত তেত্রিশ
বছর ধ'রে নিরংকুশ ভোগ ক'রে চলছে তোমাদের
মাংসহীন অস্তির ভিত্তির উপর নির্মিত বাঙলার সব
সম্পদ, তারা এখন স্লোগানে মুখর তোমাদের ও তাদের
নিজেদের ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে। একদা মুক্তিযোদ্ধা,
কর্নেল না কি ছাইপাশ যেনো, ফলি আহাম্মক স্তব করে
খলনায়কের বুটের। নরাধমটি তার সিংহতুল্য পিতাকে
তুচ্ছজ্ঞান করে; আর অভিধানের সব বিশেষণ একত্রে
করে তেলাপোকাধম খলনাওয়কের স্তুতিতে ব্যস্ত সময়
কাটায় সারাক্ষন রাজনীতির নামে।

আমাদের একমাত্র বীরেরা, তোমরা বুঝি বেশ উল্লাসিত
হয়েছিলে যখন দেখলে তোমাদের লালীত চেতনা
সংবিধানে রূপ নিয়েছে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র,

সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার অবয়বে। কিন্তু অব্যবহিত
পরেই যা দেখেছি তা, সুধীন্দ্রনাথের, শুদ্ধ আধুনিক বাঙ
লী কবিদের একজন, সুরে বলছিঃ **বাঙালীর হৃদয়ে**
মহানুভবতা জাগতে পারেনা বারোটোর বেশী রাত, -
মাত্র কিছুসময়ের ব্যবধানে আমাদের পিতা,
রক্ষক, একদা ভরসার কেন্দ্রবিন্দু শোচনীয়ভাবে নির্মম
হাতে হত্যা করেছে আমাদের প্রধান চেতনাটি:
গণতন্ত্রকে; প্রমান করেছে বাঙালী মুসলমান যদিও
আকস্মিক ভাবে কখনো কখনো পেড়িয়ে যায়
আবহমানকালের ক্ষুদ্রত্বের সীমা, কিন্তু তাদের সেই
আপাতঃ মহত্ব মিলিয়ে যায় মধুসূদনের কবিতার
পংক্তির মতোঃ **অম্বুবিশ্ব অম্বুমুখে সদ্যপাতী।**
সংকীর্ণতার অন্ধকার একনায়কীক কোটরই তাদের
গন্তব্য হয়ে ওঠে। তাঁরা জনতার ভালবাসাটাসার আর
দরকার মনে করেনা; অভিধার পর অভিধা আর
নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু।
তাই এককালের ত্যাগী মুহূর্তেই রূপান্তরিত হয়েছিলো
সর্বগ্রাসী ভোগীতে।

চলবে - - -